ভাবান্তর

❖ রণজিৎ পুরকায়স্থ।

(নেশামুক্তি বিষয়ক পথনাটক)

(কালো কাপড়ে কঙ্কাল মুখ আঁকা ছবি নিয়ে পাঁচজন সমস্ত মঞ্চ জুড়ে হাঁটবে। অভিনেতাদের মুখ দেখা যাবে না। আতঙ্কের গুরুগম্ভীর আবহ, মাঝে মাঝে স্বজন হারানো কান্না। আর একশ্রেণীর স্বার্থান্ধ মানুষের আত্মপ্রতিষ্ঠার কপট হাসি। ১-২ মিনিট চলবে।)

সূত্রধার - "Hate the sin, not the sinner" পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে নয়"। বহু প্রচলিত এই আপ্তবাক্যটি আবার নতুন করে ভাবনার সুযোগ এসেছে। নেশাকে ঘৃণা কর, নেশাগ্রস্তকে নয় ইত্যাদি, ইত্যাদি। রাস্তায় কিংবা অফিসে, বাসে-ট্রেনে, স্কুলে-কলেজে যখন একদল মূল্যবোধহীন, বিকৃত রুচিসম্পন্ন পোষাক পরিধানকারী, উচ্ছৃঙ্খল যুবশক্তিকে দেখি তখন ঘৃণায় নাক কুঁচকে ভ্র ভঙ্গি করে গেল-গেল রব তুলে কেটে পড়ি। আমি তো এই নরক কূলের কেউ না। আমি তো অমৃতলোকের বাসিন্দা। কিন্তু আপনার এই উদাসীনতা, উন্নাসিকতা জন্ম দিচ্ছে আরও গভীর সমস্যার –

(সমস্ত মঞ্চ জুড়ে ৪-৫ জন নেশাগ্রস্ত ইতিমধ্যেই জড়ো হয়ে গেছে হঠাৎই একজনের সাথে ধাক্কা লেগে সম্বিত ফিরে সূত্রধরের। দুজন ভদ্রলোক-এর প্রবেশ সূত্রধরের প্রস্থান।)

Scanned by CamScanner

১ম জন - এ্যাঁ - এ দেখছইন নি, আমরার রমেশ বাবুর পোলা,

২য় জন - ছি-ছি-ছি কি বাপের কি পোলা, মুখ, মুখ ঘোরাইন, মান-সম্মান কিছু বাঁচত নায়। (কোন মতে কেটে পড়ে)

রমেশ বাবুর ছেলে - (হাতে ড্রেনডাইট, জোরে টান দিয়ে) শালা ভদ্রলোক -

নেশাগ্রস্ত -১ মান-সম্মান যাবে, না ! আমাদের সামনে দাঁড়ালে তোমাদের মুখোশটা যে খুলে যাবে বাবা।

নেশাগ্রস্ত -২ কে ঐ মালটা তো যার ফার্মাসীতে কচি ছেলেমেয়েদের ভীড় লেগে থাকে। নেশার টেবলেট বিক্রি করে। আর ঐ বাচ্চা মেয়েগুলোর কাছে Contraseptive pill কেন বাপু ! তখন নীতি-জ্ঞান - মান-সম্মান কোথায় থাকে ?

নেশাগ্রস্ত -১ সামনে কেমিষ্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট, আর ভেতরে নেশার ঔষধ। এইগুলি যখন বেঁচবে তখন আমাদের মতো frustated-তো যাবেই। না হলে তোমার গুদামের নেশার ঔষধ বেঁচবে কার কাছে, বল।

নেশাগ্রস্ত -২ "বাল্য প্রণয়ে অভিশাপ আছে"। খুব বড় কেউ বলেছিলেন, কেন যে বলে শালা এমন কথা। অক্ষরে অক্ষরে ফলে যায়। ক্লাস নাইন থেকে রুমির সাথে আমার বন্ধুত্ব। পরে বুঝলাম ওটা বন্ধুত্ব নয়, প্রেম।

নেশাগ্রস্ত -১ তুই তো আমাদের ক্লাসে ফার্স্ট হতিস, হ্যাঁ রুমির কি হল হঠাৎ ? মেয়েটা তো ভালই ছিল।

নেশাগ্রস্ত -২ ছিল, আছেও। খুব ভাল আছে এখন। শুনেছি ব্যাঙ্গালোরে Multi-national Company তে চাকরি করছে। আর সেই অফিসের বড়বাবু, ওর বস। ওকেই বিয়ে করেছে।

নেশাগ্রস্ত -১ আর তুই, চলে এলি আমাদের দলে, হা-হা-হা, আমার কিন্তু কোন কারণ নেই। জানিস আমি ড্রেনডাইটের প্রেমে পড়ে গেছি, হা-হা-হা। তোর মনে আছে টিফিনের সময় একটা লোক গেট আসত। পকেট থেকে দামী দামী সিগারেট, ডলার বের করে দেখাত। আর বড় ক্লাসের দাদারা লুকিয়ে কি যেন কিনত। একদিন আমিও গেলাম। নিজেকে বেশ বড় বড় মনে হল। কিছু পাউডার নাকে ঘসে দিল লোকটা। তারপর থেকে রোজ যেতাম, প্রথম দিকে টাকা নিত না। আর পরে ! টাকা না দিলে মারত। এখন সস্তা মজা। (ড্রেনডাইট দেখায়)

Scanned by CamScanner

নেশাগ্রস্ত -২ একেই বলে বোধ হয় সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত।

নেশাগ্রস্ত -৩ (অট্টহাসি) শালা সাম্রাজ্যবাদ ! ঘরে ঘরে সাম্রাজ্যবাদ বসে আছে। যে শালাটা নাক কুঁচকে চলে গেল। সে একটা সাম্রাজ্যবাদ, তোর রুমি একটা সাম্রাজ্যবাদ। আমার মা-বাবা দুটোই সাম্রাজ্যবাদ। নিজেরা ফূর্তি করে আমাকে ফেলে গেল রাস্তায়।

নেশাগ্রস্ত - আমার বাবা তার ব্যবসা, রাজনীতি-ফিতে কাটা নিয়ে ব্যস্ত, আর মা ফেসবুকে নিত্য নতুন সাজে ছবি আপলোড, স্ট্যাটাস আপলোড, মেসেজে চ্যাটিং-এ ভেলকিবাজির প্রেম চালিয়েই যাচ্ছেন। ছোটবেলা থেকে এই একা চলতে চলতে আমি বিরক্ত হয়ে গেছি। এখন আমি আমার মত। (বলেই নাকে সাদা পাউডার লাগিয়ে টানে)

নেশাগ্রস্ত -১ জানিস প্রতিদিন রাতে আমার বাবা-মা কাঁদেন। বলেন একমাত্র ছেলেটাকে মানুষ করতে পারলাম না। বাবা বলেন ওকে 'নেশামুক্তি কেন্দ্রে' দিয়ে দিই, কিন্তু মা বলেন ওকে বাড়ি থেকে বাইরে দেবে ? আমি থাকতে পারব না। অনেক বার ভেবেছি আর নেশা করব না কিন্তু .....

সূত্রধর - কিন্তু পারছিস না, কেন ?

নেশাগ্রস্ত - কেন না ওই মানুষ গুলোকে দেখলেই গা জ্বলে যায়। যখন দেখি মঞ্চে বড় বড় আসন জুড়ে বসে আর বক্তৃতা করে। অথচ নিজের জয় নিশ্চিত করতে, ব্যাপক হারে র‍্যাগিং করাতে আমাদের প্রচুর গাঁজা, মদ যোগান দিত আর আমরা -

সূত্রধর - বুঝেছি আর বলতে হবে না। দেখ, আমাকে দেখ আমার বাবা প্রতিদিন রাতে নেশা করে বাড়ি ফিরত। আর মা কাঁদতেন। কত রাতে ভয়ে ঘুম আসত না। বাড়িতে শিক্ষক মশাই এলে মা খুব লজ্জা পেতেন। আমরাও লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে যেতাম। আর প্রতিজ্ঞা করতাম অন্যায়ের বদলে অন্যায় নয়। দেশ থেকে নেশামুক্তি ঘটাতে যা প্রয়োজন তাই করব। আয় না বন্ধু যাদের তোরা মুখোশধারী শয়তান বলিস, তাদের মুখোশ খুলে দেই। তাদের পাতানো জালে আর আটকে না থেকে সেই জাল ছিন্ন করে এদেরকে প্রতিহত করি।
(সবাইকে টেনে জড়ো করে প্রতিবাদী হওয়ার শপথ নিয়ে শোষকের মুখোশ খুলে দেওয়ার প্রয়াস নেয় একটি সঙ্গীতের মাধ্যমে -)

Scanned by CamScanner

কোরাস গান ধরে

বন্ধু, আর নয়, রক্ত ভেজা গোলাপের ভালবাসা,
আর নয় বসন্তের অবহেলা। বন্ধু আর নয়, আর নয় –
এবার জাল ছিন্ন হবেই
প্রতারণার মুখোশ খুলবেই
(বন্ধু) আর নয় পরগাছা হয়ে বেঁচে থাকা
ঐ দেখ তোমার আসন পাকা।

বন্ধু বাড়াও হাত মেলাও পা
চলো এগিয়ে যাই,
এগিয়ে যাই
এগিয়ে যাই।

* * * *

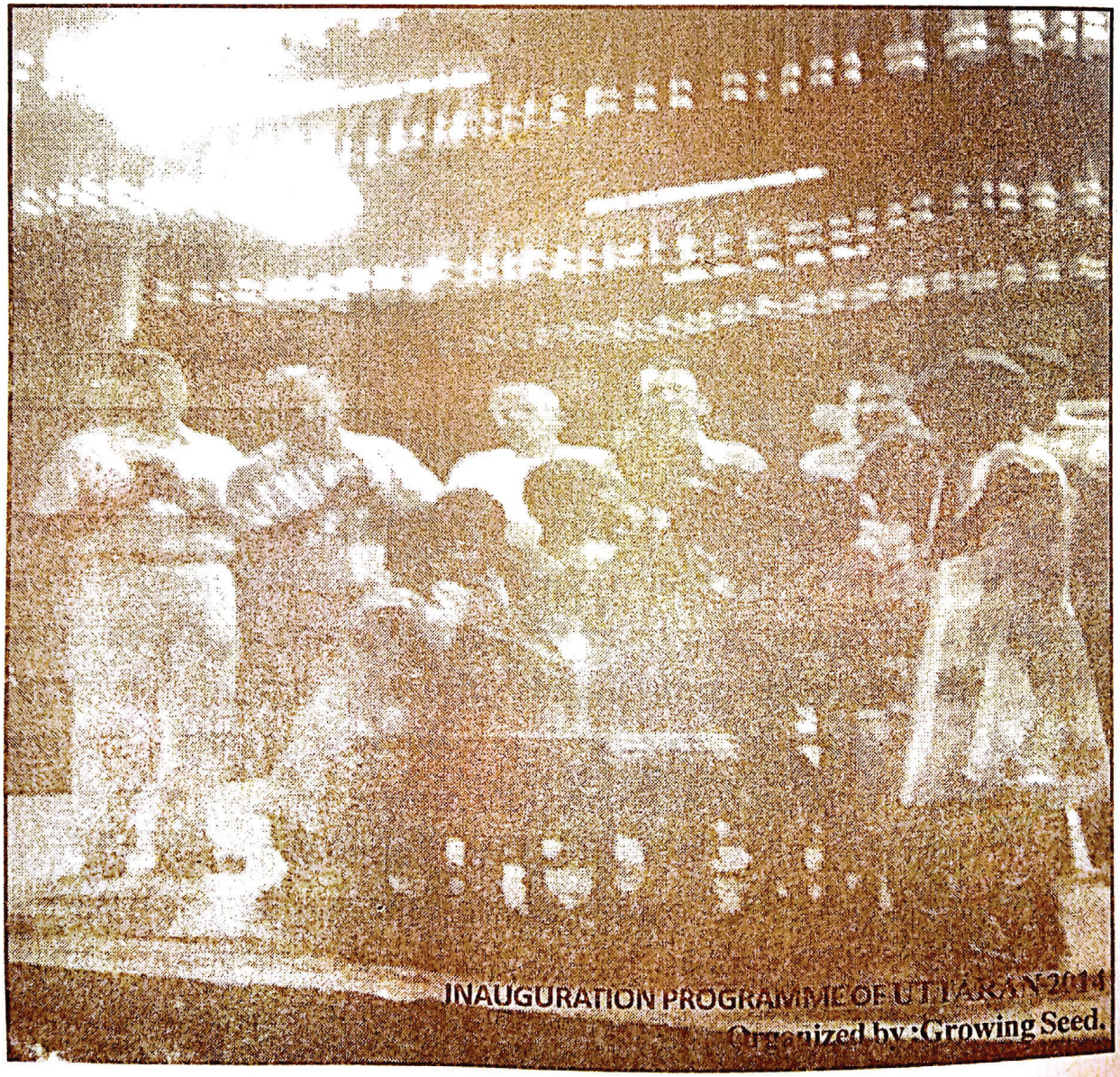

Scanned by CamScanner